চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৪.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কর্ণফুলী ব্রিজের যানজট নিরসন করা হবে : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, কর্ণফুলী ব্রিজ ঘিরে যানজটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। শহরকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও যানজটমুক্ত সুন্দর নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগর বাস মালিক সমিতির সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। সভায় মেয়র পরিবহন মালিকদের বক্তব্য শোনেন এবং তাদের দাবিগুলোর আলোকে আগামী ২০ অক্টোবর (সোমবার) দুপুর ৩টায় লালদিঘীস্থ চসিক পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে পরবর্তী বৈঠকের সিদ্ধান্ত দেন।পরিবহন সমিতির মালিকরা সভায় বলেন, কর্ণফুলী ব্রিজ সংলগ্ন নোমান কলেজের পাশে একটি নতুন বাস টার্মিনাল স্থাপন সময়ের দাবি। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে যানবাহনের চাপ বৃদ্ধির ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, এতে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। এছাড়া শাহ আমানত সেতু নির্মাণের খরচ ইতোমধ্যে বহু বছর আগেই উঠে গেছে। তবুও নিয়মিত টোল আদায় অব্যাহত রাখায় সাধারণ জনগণ ও পরিবহনখাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই শাহ আমানত সেতুর টোল আদায় বন্ধের দাবি জানান তারা। একই সঙ্গে অবৈধ বাসমান হকার্স, সিএনজি ও অটোরিকশার কারণে সৃষ্ট যানজট নিরসনে ট্রাফিক বিভাগের কার্যকর ভূমিকা কামনা করেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, যানজট নিরসনে সবার অংশগ্রহণ ও দায়িত্ববোধ জরুরি। এজন্য আগামী সোমবার বৈঠকে পরিবহন মালিক, শ্রমিক ও ট্রাফিক বিভাগের সমন্বয়ে একটি 'যানজট নিরসন কমিটি' গঠন করা হবে। এতে পারস্পরিক সমঝোতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখলে শহরকে সহজেই যানজটমুক্ত করা সম্ভব।তিনি আরও বলেন, চসিক ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে কর্ণফুলী এলাকায় নতুন বাস টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত কিছু মামলার কারণে তা আটকে আছে। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং দ্রুত সমাধানের জন্য আমরা ডিসি অফিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।আমাদের লক্ষ্য হলো, চট্টগ্রাম নগরকে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ, সুন্দর ও যানজটমুক্ত শহরে রূপান্তর করা। এজন্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আসফিকুজ্জামান আকতার, ডিসি (ট্রাফিক-উত্তর) নেছার উদ্দীন আহমেদ, চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, মেয়রের এপিএস মারুফুল হক চৌধুরী, ঈগল পরিবহনের সভাপতি সাবেক কাউন্সিলর ইয়াসিন চৌধুরী আসু, ঈগল প্লাস পরিবহনের পরিচালক এমদাদুল হক বাদশা, ঈগল ওয়ানের এমডি আনোয়ার হোসেন, আকতার হোসেন মেম্বার, এস আলম সার্ভিসের ম্যানেজার মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, ইনচার্জ আজমল হারুন কাউছার, শাহ আমিন পরিবহনের নাজমুল হাসান বাবলু, হানিফ পরিবহনের সলিল, বিলাস মালিক সমিতির সভাপতি মেজবাউল ইসলাম, ঈগল সুপারের সভাপতি নুরুল আলম, পুরবী পরিবহনের জিএম মাহাবুবুর রহমান, এস আর পরিবহনের মো. রুস্তম, মারছেল পরিবহনের এজিএম শফিকুর রহমান, কক্সবাজার টেকনাফ কোচ মালিক সমিতির সভাপতি মোবারক হোসেন, বান্দরবান কোচ মালিক সমিতির আহমেদ হোসেন, কক্সবাজার আন্ত জেলা মালিক সমিতির সভাপতি হাবিবুর রহমান, পরিবহন মালিক জাহাঙ্গীর আলম, মো. মহিউদ্দিন, জসিম উদ্দিন, শওকত আকবর, আবদুল্লাহ ফারুক সবুজ, জাকির উদ্দিন, আল আমিন, আলমগীর, সাইফুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে কানাডার সহযোগিতা চাইলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, "চট্টগ্রামের টেকসই উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা আধুনিকায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে কানাডার অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নগর উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।"তিনি মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং (H.E. Ajit Singh)-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন।বৈঠকে মেয়র চট্টগ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য খাতের উন্নয়নে কানাডার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব কামনা করেন। তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রবেশদ্বার। এখানে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব।" মেয়র সভায় সোলার এনার্জি, নার্সিং শিক্ষা ও চামড়া শিল্প—এই তিনটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।তিনি বলেন, চসিক এলাকায় একটি যৌথ প্রজেক্টের মাধ্যমে কানাডা প্রযুক্তি স্থানান্তর, অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে রুফটপ সোলার সিস্টেম, স্ট্রিটলাইট সোলার সিস্টেম এবং বর্জ্য-থেকে-জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। এটি নগরীর কার্বন নিঃসরণ ও অবকাঠামোগত ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।মেয়র আরও বলেন, চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও চসিক পরিচালিত স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সহযোগিতায় কানাডিয়ান স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে একটি নার্সিং ও

প্যারামেডিকদের মানোন্নয়নে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। এতে কানাডিয়ান বিশেষজ্ঞরা কারিকুলাম তৈরি, স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন সার্টিফিকেশন কোর্সে সহায়তা করতে পারেন, যা বাংলাদেশের নার্সদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে দক্ষ করে তুলবে। তিনি চামড়া শিল্পে কানাডার বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, “চট্টগ্রামে কানাডার বিনিয়োগে একটি বিশেষায়িত লেদার প্রসেসিং এবং রপ্তানি অঞ্চল গড়ে তোলা গেলে তা দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই বিশেষায়িত অঞ্চলটি পরিবেশবান্ধব চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং মূল্য সংযোজিত উৎপাদন নিশ্চিত করবে।”বৈঠকে কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং (H.E. Ajit Singh) বলেন, “মেয়র যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর প্রতিটিই উন্নয়ন সহযোগিতার বাস্তব ক্ষেত্র তৈরি করে। কানাডায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও দক্ষতা বিনিময়ে আগ্রহী। কানাডা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নযাত্রায় অংশীদার থাকতে চায়।”সভায় উপস্থিত ছিলেন কানাডার সিনিয়র ট্রেড কমিশনার ডেব্রা বয়েস (Debra Boyce), সিনিয়র পলিটিক্যাল কাউন্সিলর মার্কাস ডেভিয়েস (Marcus Davies), ট্রেড কমিশনার কামাল উদ্দিন (Kamal Uddin) এবং পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকনোমিক অ্যাডভাইজার নিসার আহমেদ (Nisar Ahmed)।চসিকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী প্রমুখ। প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কাদির ও রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির।

সুস্থ থাকতে খেলাধূলার বিকল্প নেই : মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, সুস্থ থাকতে খেলাধূলার বিকল্প নেই। খেলাধূলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন গঠন সম্ভব। মাদকের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদেরকে খেলাধূলার প্রতি ধাবিত করতে হবে। তামাকুমন্ডি লেইন বণিক সমিতির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মালিক-কর্মচারী তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই এক কাতারে এসে কাজ করছে। শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করছে। আগামীতে শ্রমিকদের যত সমস্যা তা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ রেখে চলতে হবে। তাহলেই সুশৃঙ্খল এই সমিতির সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে।সোমবার রাতে ক্রীড়াই শক্তি ক্রীড়াই বল স্লোগান দিয়ে ঐতিহ্যবাহী তামাকুমন্ডি লেইন বণিক সমিতির উদ্যোগ ২য় বারের মত রাত্রিকালিন ফুটসাল ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।তামাকুমন্ডি লেইন বণিক সমিতির সভাপতি সরওয়ার কামালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, চট্টগ্রাম পার্কভিউ হসপিটালের চেয়ারম্যান ডা.এ.কে.এম ফজলুল হক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোতোয়ালি থানার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমদ, সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জামাল আহমদ, আব্দুর রহিম, সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল খালেক ও মোহাম্মদ আবু তালেব এবং কার্যকরী পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ফারুক আজম এম এ, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম ও মোহাম্মদ বজলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল আলীম, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ তৌহিদুল আলম তৌহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক শওকত আজিজ, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আবদুল জলিল, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ধর্মীয় সম্পাদক মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য মিনহাজুল আবেদীন, আব্দুস ছফুর নয়ন ও মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ। অতিথিবৃন্দ ব্যবসা বাণিজ্যর পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও কর্মচারী ভাইদের ভ্রাতৃত্ববোধ উন্নয়ন, শারীরিক ও মানসিক শান্তির কথা চিন্তা করে এই আয়োজনের জন্য তামাকুমন্ডি লেইন বণিক সমিতি কার্যকরী পরিষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮